৩১ জুলাই, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে
অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর

ঈদুল আযহার খুতবা

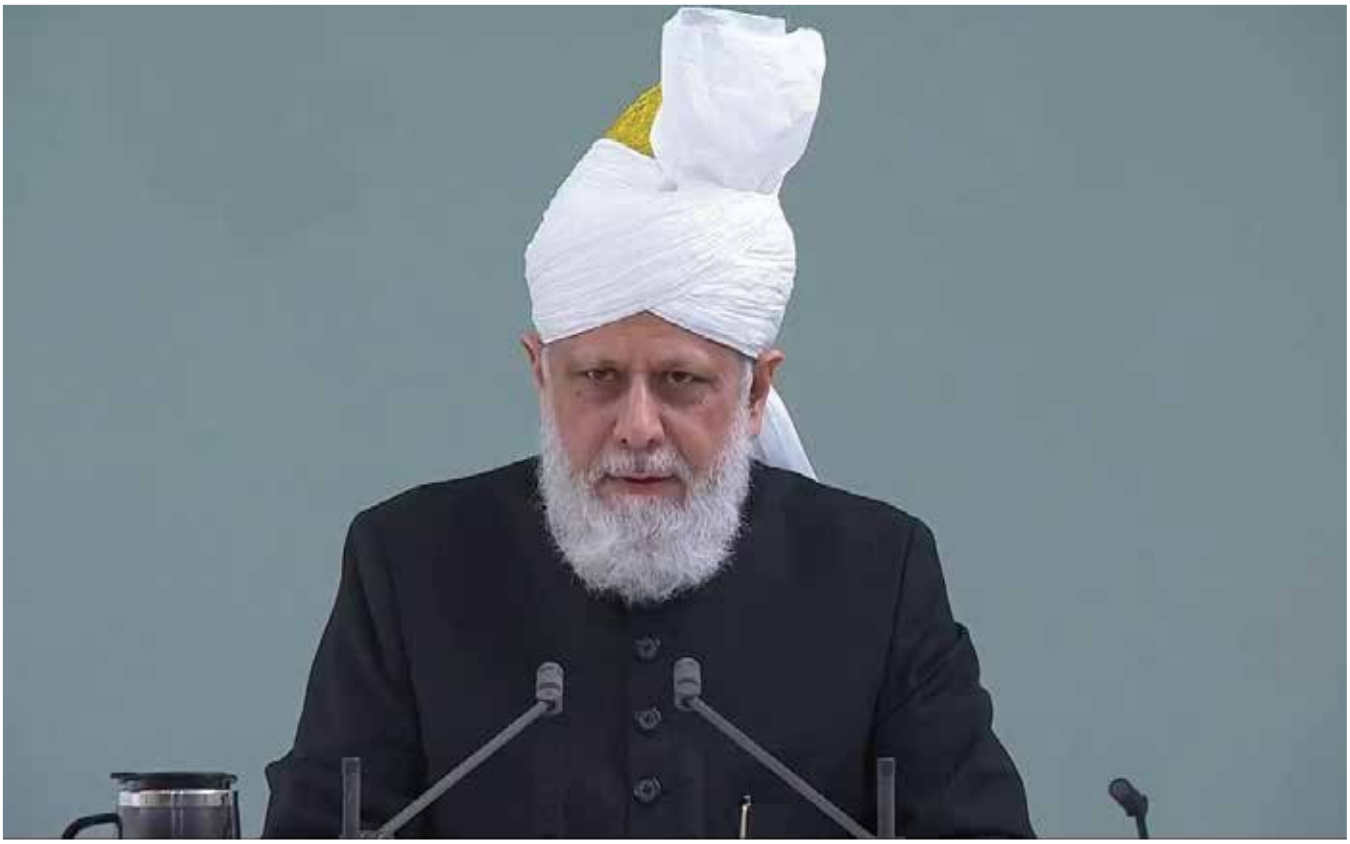

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ ঈদুল আযহা। এ হল সেই ঈদ যাকে কুরবানীর ঈদ বলা হয়। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা খুব আগ্রহের সাথে এই ঈদ উদ্‌যাপন করছে। সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে অনেক জায়গায় আগামীকাল ঈদ উদ্‌যাপন করা হবে। এই কুরবানীর বিষয়টি হৃদয়ে সদা জাগরূক রাখার জন্য অথবা সেই ঘটনা হৃদয়ে জাগরূক রাখার জন্য যা চার হাজার বছরের অধিক পূর্বে ঘটেছিল, মুসলমান প্রাথমিক যুগ থেকে এই কুরবানীর ঈদ উদ্‌যাপন করে আসছে। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে এই কুরবানীর গুরুত্ব এবং সেই ঘটনা স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাটতি হয় নি। তবে এ কথা সত্য, এমন অগণিত লোক থাকবে যারা কেবল একটি আনন্দ অনুষ্ঠান হিসেবে এই ঈদ স্মরণ রাখে, এমনকি এই ঈদের জন্য অপেক্ষা করে এবং ঈদ উদ্‌যাপন করেও বটে। তারা কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে পশু কুরবানীও করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন একটি বিশেষ কুরবানীকে স্মরণ রাখে। সেই কুরবানীর গুরুত্বকে স্মরণ রাখে এবং উক্ত কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য স্মরণ রাখে। আর এমনভাবে স্মরণ রাখে যেভাবে স্মরণ রাখা উচিত। হাজার বছর পূর্বে পিতা-পুত্র যে কুরবানীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, সেই ঘটনার স্মরণ প্রত্যেক মু'মিনের

হৃদয়কে আবেগাপ্লুত করে দেয়।
সাধারণত মানুষ নিজের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের কিছুকাল পর তা ভুলে যায়। ভুলে যায় যে, সে একসময় কষ্টের মাঝে দিন কাটিয়েছে, এরপর সে জাগতিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত করে কুরবানীর একটি মানদণ্ড সর্বদার জন্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মু'মিনকে এই মানদণ্ড সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখার উপদেশ প্রদান করে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এটি স্মরণ রাখা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। কী উত্তম মানদণ্ড যে, আজও আমরা যখন সেই ঘটনা শুনি, এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করি, তখন হৃদয়ে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, এক ব্যক্তি বার্ধক্যে গিয়ে সন্তান লাভ করল, সে মুহূর্তে তাঁর বয়সও প্রায় নব্বই বছর। তাঁকে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বপ্নে আদেশ দেয়া হল যে, নিজ সন্তানকে কুরবানী কর, আর সেই আদেশ অনুযায়ী এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আর তাঁর আদেশের সামনে মাথা পেতে দেয়ার কত উত্তম মানদণ্ড তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ কতইনা উত্তম মর্যাদা যে, সেই আদেশ শোনামাত্র ছেলেকে উপুড় করে তার গলায় ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর কেবল পিতাই এ কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি নেন নি, পিতার তো আধ্যাত্মিক এক মর্যাদা ছিলই, তিনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বরং সেই সন্তানও নাবালক হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে সম্মত হন যে, ঠিক আছে, যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এমনই হয়ে থাকে যে, আমি কুরবানী হই, তাহলে আমি প্রস্তুত। সেই নাবালকের উত্তরও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন। আর নাবালক সেই সন্তানের এই উত্তর ছিল যে,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ *(সূরা আস্ সাফফাত: ১০৩)*

"হে আমার পিতা! আল্লাহ্ যে আদেশ দিয়েছেন, আপনি তা পূর্ণ করুন। নিশ্চয় আপনি আমাকে (নিজ ঈমানে প্রতিষ্ঠিত) ধৈর্যশীলদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত পাবেন। যারা কুরবানী করে থাকেন এবং সানন্দে কুরবানী করে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন, তাদের জন্য উক্ত উত্তর এক উপমা হয়ে আছে। আর যেসকল যুবক আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এবং কুরবানীর জন্য প্রস্তুত তাদের উত্তর এবং মানদণ্ড এমনই হওয়া উচিত। অতএব আমরা যদি গভীরভাবে অভিনিবেশ করি, তাহলে কে আছে যে এমন উত্তর দ্বারা প্রভাবিত হবে না? বৃদ্ধদের জন্য কুরবানীর উপমা প্রতিষ্ঠা করেছেন এক নব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধ। নাবালক ও যুবকদের জন্য আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এক নাবালক। অতএব আমরা যখন এ ঘটনা শুনি এবং পাঠ করি তখন আমরা সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। আধিকাংশের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং আমাদেরকে এর পাশাপাশি নিজেদের সেই অঙ্গীকার যে, 'প্রত্যেক কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকব'- এ বিষয়েও আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিজ সন্তানের কুরবানীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এ দিক থেকে আরো গুরুত্ববহ আর কেবলমাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করাই নয় বরং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। আমরা যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নমনীয় স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমরা দেখি যে, তাঁর হৃদয় শত্রুর জন্যও পরিপূর্ণ নমনীয় ছিল। তিনি শত্রুর কষ্টও সহ্য করতে পারতেন না। আর তাঁর নমনীয় হৃদয়ের মানদণ্ড এরূপ ছিল যে, খোদা তা'লাও তাঁর এই বিশেষ গুণকে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন আর খোদা তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন 'আওয়াহুন' ও 'হালীমুন' [তথা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সহনশীল]। অনেক নমনীয় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। যদি তাঁর স্বভাব এরূপই ছিল তবে নিজ সন্তানের জন্য তাঁর হৃদয় কি হাহাকার করে ওঠে নি? নিঃসন্দেহে হাহাকার করে উঠেছিল। কিন্তু সেসময় তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই বিষয়টিই তাঁকে অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট করেছে। আর এটিই সেই বিশেষ গুণ যা খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততা, ভালবাসা ও ত্যাগের মানদণ্ড হওয়া উচিত। যে কারণে কিয়ামত অবধি মুসলমানরা যখনই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও অবশ্যই স্মরণ করবে। আর এটি শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানী নয় বরং পবিত্র কুরআন যেভাবে আমাদের জানায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) সানন্দে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন যা একটু আগেই উল্লেখ করা হল। তাঁর এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁকেও অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট করেছে। তিনি কেন এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন? এ কারণে যে, তাঁর হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার চারা রোপিত হয়েছিল। আর এ চারা রোপিত হবার কারণে তাঁর মাঝে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ কুরবানী আমাদের উন্নতির সোপান। আর এ অনুভূতি পিতা-পুত্র দু'জনের মাঝেই সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব যখন আমরা হযরত

ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা শুনে আবেগায়িত হই এবং অশ্রুসিক্ত হই তা এ জন্য যে, এ ঘটনার প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কে এক অনুভূতিপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু হয়তো আমাদের অধিকাংশের হৃদয় সে অনুভূতিপূর্ণ আবেগ ও অবস্থাকে বুঝতে সক্ষম হবে না যা সেসময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল। তখন তাঁর হৃদয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে, খোদা তা'লা আমাকে তাঁর জন্য নির্বাচিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি কুরবানী করতে বলেছেন। আর এর প্রতিদানস্বরূপ আমি কী পাচ্ছি? আমি আমার খোদা, আমার প্রেমাস্পদের নৈকট্য লাভ করছি। তাঁর চিন্তাচেতনা এরূপ ছিল যে, আমার খোদা আমার নিকটবর্তী হচ্ছেন। আর এটি শুধুমাত্র এক চিন্তাচেতনাই ছিল না বরং প্রত্যেক মুসলমান কুরআন পাঠকারী, দরূদ পাঠকারী এ সম্পর্কে অবগত যে, খোদা তা'লা এ কুরবানীকে স্মরণ রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত একে অমর করে দিয়েছেন। তাঁর কুরবানীকে আল্লাহ্ তা'লা এক অনন্য নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর নিজ দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেননা খোদা তা'লা এই কুরবানীর জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। তিনি এটি বলেন নি যে, এটি আমার অনুগ্রহ বা আমার সন্তানের অনুগ্রহ যে, তাকে কুরবানী দেয়া হচ্ছে অথবা সে কুরবানীর জন্য সম্মত হয়েছে বরং এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে মনোনীত করেছেন। তারা কুরবানী করে এ ধারণাকে মন-মস্তিষ্কে প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, আমার কুরবানীর কোন গুরুত্ব নেই বরং এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে এই কুরবানী করার যোগ্য মনে করেছেন। অতএব আমরা যখন সকল প্রকার কুরবানী করার প্রতিজ্ঞা করি তখন আমাদেরকেও এ ধারণাকে মন-মস্তিষ্কে প্রোথিত করার চেষ্টা করা অবশ্যক যে, আমাদের কুরবানী গুরুত্বহীন। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি যদি আমাদের কাছ থেকে কোন কুরবানী গ্রহণ করেন আর এর প্রতিদানস্বরূপ আমরা তার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর প্রকৃত সত্য এটিই যে, আমাদের কুরবানীসমূহ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর তুলনায় মূল্যহীন। আমরা যদি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দোয়ার প্রতিজ্ঞার ওপর একটু হলেও আমল করি তবে খোদা তা'লা আমাদের সীমাহীনভাবে পুরস্কৃত করেন। অসংখ্য আহ্‌মদী এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখেন। এ বিষয়ে অসংখ্য চিঠিপত্র আমি পেয়ে থাকি যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ছোট ছোট কুরবানীকে গ্রহণ করে পুরস্কৃত করেছেন! উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক কুরবানী করার কয়েক ঘণ্টা পরেই তার প্রতিদান পেয়ে যায়। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অতএব এ আবেগ অস্থায়ী হওয়া উচিত নয় বরং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। তারপরও খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজিকে একবার লাভ করেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় বরং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের ইচ্ছা ও তার জন্য প্রয়াস যেন জীবনের চিরস্থায়ী অংশে পরিণত হয়। আর তখনই আমরা এটি বলতে পারব যে, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণের চেষ্টা করেছি। আর ভবিষ্যতে এ চেষ্টাসমূহই উৎসাহ সৃষ্টি করে থাকে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পুণ্যসমূহের প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহেও পরিলক্ষিত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখন স্ত্রী-সন্তানরাও এটি উপলব্ধি করতে পারে যে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা। অতএব এ পরিবেশ নিজ গৃহসমূহে সৃষ্টি করার জন্য দোয়া ও আমলের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালানো ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর নিজ গলায় তার পিতার ছুরি চলানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া আবশ্যিকভাবে এক মহান দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ দৃষ্টান্তকে সম্মানিতও করেছেন। এ দৃষ্টান্তকে কবুল করে বাহ্যিকভাবে পুত্রের গলায় ছুরি চালানো থেকে তাকে বিরত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আস সাফফাত: ১০৬)

তথা, 'তুমি তোমার স্বপ্ন অবশ্যই পূর্ণ করেছ। এখন ছুরি চালানোর প্রয়োজন নেই। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি'। সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান কী? এটি যে, তোমাকে ও তোমার পুত্রকে সীমাহীন নৈকট্যের সম্মানে ভূষিত করেছি। সে নৈকট্যের সম্মানে ভূষিত করার পর কুরবানীসমূহের যুগ সমাপ্ত হয় নি। বরং এরপর আরো নতুন কুরবানীসমূহের যুগ দান করেছি যেন সে কুরবানীমসমূহের মাধ্যমে খোদা তা'লার নৈকট্যের আরো দৃশ্যাবলী এ দু'জন দেখতে পায়। বরং এ দু'জন নন বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা। তিনিও এ দৃশ্যাবলী যেন দেখতে পান। এর মাধ্যমে পুরুষদের জন্য এ দৃষ্টান্ত যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ ও খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রভাব তোমাদের স্ত্রীদের ওপরও যেন প্রকাশিত হয়। যদি প্রকৃতপক্ষে পুণ্যবান হও তবে এর প্রভাব কেবল নিজ গণ্ডিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং স্ত্রীদের ওপরও যেন তা প্রকাশ পায়। নারীকে এ কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করে খোদা তা'লা নারীদের জন্যও এক

দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। পুণ্যবতী নারী খোদা তা'লার ওপর ভরসা রাখে। তার প্রতি সিজদাবনত হয়। তাঁর নৈকট্য করে। আর এ কারণে তাকেও খোদা তা'লা নিজ নৈকট্য দান করেন। অতএব আমরা দেখতে পাই, খোদা তা'লা পুরো পরিবার অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, সন্তান তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলেন, ছুরি চালানো তো সাময়িক একটি কুরবানী ছিল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই তিনজনের কাছে কুরবানীর যে বৈশিষ্ট্যগুলো চাওয়া হয়েছিল তা ছিল একাকীত্বের, পৃথকীকরণের, বিচ্ছেদের ভীতিপূর্ণ অবস্থায় দৃঢ় কুরবানী। অতএব এই তিনটি অবস্থার কুরবানী তাদের নিকট চাওয়া হয়েছিল। আর এই তিনজনই তা মেনে নিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা আর হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে সাথে নিয়ে এমন এক স্থানে পৌঁছান যেখানে মাইলের পর মাইল কোন জনবসতি ছিল না। বরং অনুর্বর ভূমি ছিল। পানি ও খাবারশূন্য জায়গা ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার স্ত্রী ও সন্তানকে শুধুমাত্র এক মশক পানি ও খেজুরের একটি থলি প্রদান করে রেখে এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এটি জানতেন, যখন এই পানির মশক ও খেজুরের থলি শূন্য হয়ে যাবে তখন এখানে খাবার ও পানি কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর তার স্ত্রী ও সন্তান এখানে কিভাবে থাকবে তা তার জানা ছিল না। কিন্তু এ কুরবানী বা ত্যাগের বিষয়ে খোদা তা'লার নির্দেশ ছিল। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ কুরবানী করছিলেন। যাহোক, যখন তিনি সামান্য খাবার ও পানি রেখে স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আর স্ত্রীকে বলেনও নি যে তাকে এখানে একা থাকতে হবে। এ অবস্থায় হযরত হাজেরা এটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এই বিচ্ছেদ তো ক্ষণস্থায়ী মনে হচ্ছে না বরং এটি তো দীর্ঘস্থায়ী মনে হচ্ছে। তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের এখানে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই অবস্থার চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, সেসময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃতিগত হৃদয়ানুভূতি যা কষ্টকর ছিল তা বিদ্যমান ছিল। আর আওয়াহুন ও মুনিব হওয়ার কারণে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। হযরত হাজেরা পুনরায় একই প্রশ্ন করেন, আমাদের ছেড়ে কোথায় চললেন? এভাবে কায়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে উত্তর দিতে পারেন নি। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত নমনীয় স্বভাববিশিষ্ট মানুষের জন্য এর উত্তর দেয়াও অসম্ভব ছিল। তিনি বাহ্যত দেখতে পাচ্ছিলেন, এরূপ জনবসতিহীন স্থানে তাদের অবস্থা করুণ হবে। অতএব একদিকে স্ত্রী ও সন্তানের ভালবাসার মানবীয় অধিকার আর অপরদিকে স্বভাবজাত অত্যন্ত নমনীয় বৈশিষ্ট্য তাকে নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। আর তিনি এ ভয়ও পাচ্ছিলেন যদি উত্তর দেই তবে স্বভাবজাত আবেগ না আবার প্রকাশিত হয়। আর হযরত হাজেরা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন আর অন্যদিকে এই চিন্তাও ছিল, আবেগের বশবর্তী হয়ে পাছে আবার কুরবানীতে কোন কমতি দেখা দেয় যা তিনি এবং তার স্ত্রী-পুত্র একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করতে যাচ্ছিলেন এবং যার ফলে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ হবে- তারা নিশ্চুপ থাকলেন। অতঃপর হযরত হাজেরা যখন বললেন, আপনাকে কি আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করতে বলেছেন? তখনও তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে কেবল আকাশের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না বা কোন উত্তর দিলেন না। হযরত হাজেরা যখন এই ইঙ্গিত দেখলেন তখন তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বললেন, বিষয় যদি এটিই হয় তবে খোদা তা'লা আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আপনার যেখানে যাওয়ার নিশ্চিন্তে চলে যান। বাহ্যত এই কথা মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব, কেননা এমন অনাবাদী এলাকা যেখানে পানির পাত্র খালি হয়ে যাওয়ার পর পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, খেজুরের থলি খালি হবার পর খেজুর পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই কিংবা কোন ধরণের খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের কষ্ট দূর করার মত কিংবা কমপক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শনের মত কেউ সেখানে পৌঁছবে বা কোন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে- এমনটি একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই বিরাণ মরুভূমিতে কে-ইবা কোথা থেকে আসবে! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে হযরত হাজেরার মাঝেও এই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের আকাঙ্খার ক্ষেত্রে তিনিও চরম মার্গে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি নির্ভয়ে বলে দিলেন, এটি যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হয় তাহলে আমি কোনকিছুর পরোয়া করি না। নিশ্চিতভাবে হযরত হাজেরার এই বাক্য আরশের অধিপতি শুনে থাকবেন যে, 'এটি যদি খোদা তা'লার আদেশ হয় তাহলে তিনি আমাদেরকে কখনো বিনষ্ট করবেন না', তখন খোদা তা'লাও বলে থাকবেন, 'নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে কখনো বিনষ্ট করব না'। আর পরবর্তী অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই করেছেন যেমনটি তাঁর থেকে প্রত্যাশা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা কেবল তাদেরকে বিনষ্ট করা থেকেই রক্ষা করেন নি বরং তাদের মাঝ থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করেছেন যার মাঝে খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

(সা.)-এর মত মহামর্যাদাবান নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনিই (সা.) সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বাদশাহ্। তাঁর (সা.) উসীলাতেই খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। হযরত হাজেরা (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে এ জগত পরিত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের ছায়াতলে একত্রিত করেছেন। বর্তমানে লক্ষ কোটি মানুষ হজ্জ এবং উমরা পালন করেন। তারা এর মাধ্যমে হযরত হাজেরার কুরবানীর চেতনাকে উজ্জীবিত করেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত হাজেরার এই কুরবানীকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, একটি সম্মান প্রদান করেছেন। তিনি খোদা তা'লার ওপর ভরসা করে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জগতের মায়া পরিত্যাগ করেছিলেন আর বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার খাতিরে তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়তে বাধ্য হচ্ছে। অতএব তার এই কুরবানী কোন সাধারণ কুরবানী ছিল না। তার ঈমানের এই যে মানদণ্ড, 'খোদার জন্য যে কাজ করা হয় তা তিনি বিনষ্ট করেন না'-এটি কোন সাধারণ ঈমানের দৃষ্টান্ত ছিল না। আর আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত এই মানদণ্ডকে পরিপূর্ণ করার এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজ হল সেই বংশের খোদাভরসা এবং কুরবানী করার মান স্মরণ করার দিন। একইসাথে আমাদেরকে এটি খতিয়ে দেখতে হবে, আমাদের জন্য কি কেবল এই কুরবানীর ঘটনা, এই বংশের খোদাভরসা এবং এই কুরবানীর স্মরণ করাটাই যথেষ্ট? না, বরং এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা এবং কুরবানীকে আদর্শ বানাতে হবে। হযরত হাজেরার কুরবানীকে আমাদের মানদণ্ড বানাতে হবে। প্রত্যেক মহিলা যেন ভালভাবে দেখে যে, এই মানদণ্ডে পৌঁছাতে হলে আমাদের কি করতে হবে? লাজনারা যখন এই আয়াত পাঠ করে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের কুরবানী করতে প্রস্তুত। এ প্রেক্ষিতে আমি জানতে পেরেছি, কোন কোন মহিলা সেসময় চুপ হয়ে যায় আর বলে, আমরা প্রস্তুত নই। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যদি ভরসা থাকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা যদি সকল আকাঙ্খার ওপর প্রাধান্য পায় তবে এ ধরণের চিন্তা আসতেই পারে না। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার তোমরা করেছ। আর এটি এমন এক অঙ্গীকার যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার দিকে আহ্বান জানায়। অঙ্গীকার যদি করে থাকো তাহলে প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ, মহিলা, যুবক এবং শিশুকে তা পূরণ করতে হবে। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে তখন তিনি তাকে বিনষ্ট করেন না, বরং পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমাদের পুরুষেরা যখন নিজেদেরকে ইব্রাহীমের মানদণ্ডে উপনীত করবেন তখন এই আধ্যাত্মিক মানদণ্ড মহিলা ও বাচ্চাদের মাঝেও প্রবিষ্ট হবে। তাই সর্বপ্রথম পুরুষদের নিজেদের চিন্তাভাবনা এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করতে হবে। স্ত্রী-সন্তানদের যদি খোদাভরসা ও কুরবানীর এই মানে উপনীত করতে হয় তবে পুরুষদের অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এটি মনে করা উচিত নয় যে, কেবল নিজের মাঝে সাধারণ কিছু পরিবর্তন সাধন করলেই দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়ে গেল। আর এই দৃষ্টান্ত কেবল গল্পাকারে আল্লাহ্ তা'লা সংরক্ষণ করে রাখেন নি বরং এটিকে আমাদের আদর্শ আখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক পুরুষ যখন ইবরাহীমী আদর্শ অনুযায়ী চলা আরম্ভ করবে এবং তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে বিশ্বস্ততার মানকে উন্নীত করার চেষ্টা করবে; প্রত্যেক মহিলা যখন হাজেরার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকবে এবং প্রত্যেক যুবক যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আদর্শ স্থাপন করতে সচেষ্ট হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হবে। আর তখনই সত্যিকার কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অভিজ্ঞতাও লাভ হবে। এযুগে মহানবী (সা.)-এর যে সত্য গোলামকে আমরা মেনেছি যেন ইসলামের পুনর্জীবন লাভের কাজে অংশীদার হতে পারি- তাঁকেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম নামে অভিহিত করেছেন। কয়েক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এলহামের মাধ্যমে ইবরাহীম নামে সম্বোধন করেছেন। অতএব এই ইবরাহীমকে যদি আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইসলামকে সারা পৃথিবীতে বিজয় লাভ করাতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা সারাবিশ্বে উড্ডীন করতে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করার খাতিরে মেনে থাকি তবে আমাদের প্রত্যেককে ইসমাঈল হবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক মহিলাকে হাজেরা হবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা ধর্মের উদ্দেশ্যে সকল কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকলে পরেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচন করবেন। আর ইসলামের উন্নতির যে পথ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার গোলামের মাধ্যমে উন্মোচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে আমরাও শামিল হতে পারবো। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে যদি সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দান করার এই অঙ্গীকারের ওপর আমল করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধন করতে পারব। আমরা যদি ইসলামী শিক্ষামালার ওপর আমল করার মাধ্যমে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি তবে পৃথিবীতে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব

সাধন করতে সক্ষম হব। আমরা যদি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা জগতে বিস্তার লাভ করার মাধ্যমে গোটা জগদ্বাসীকে ইসলামের পতাকাতলে আনতে পারি তবে আমরা সেই শহীদদের কুরবানীর বদলা নিতে সক্ষম হব যাদেরকে এযুগের ইমামকে মানার কারণে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে এই জামা'তের সূচনা করেছেন যাতে সেসকল কল্যাণ জগতে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় যা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার মান্যকারী এবং মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। এ উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীরাও কুরবানী দিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি তারা নিজেদের জীবনের কুরবানী দিয়েছেন। আমরাও আমাদের জীবন, সম্পদ এবং সময় কুরবানী করার অঙ্গীকার করে থাকি, তাই আমাদেরকেও এই অঙ্গীকারের কথা দৃষ্টিপটে রেখে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আর আমাদেরকে কুরবানী করতে হবে এবং অনেক মানুষ কুরবানী দিয়েও আসছে। কুরবানী ছাড়া এ বিপ্লব কখনো সাধিত হবে না আর কখনো হয়ও না। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেই মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যারা বলে থাকে, আমরা কুরবানীর কথা আসলে চুপ হয়ে যাই। একদিকে সেই মায়েরা আছেন যারা নিজেদের সন্তানকে ওয়াক্‌ফে নও স্কীমে ওয়াক্‌ফ করেছেন ঠিকই কিন্তু সন্তান যখন যুবক বয়সে উপনীত হয় তখন কতক পিতামাতার পক্ষ থেকে এই অজুহাত দেখানো হয় যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আমাদের সন্তান যদি কেবল জামা'তের খিদমত করে তবে অল্প ভাতায় চলতে পারবো না। তাই তাকে জাগতিক পেশা অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করুন। একদিকে তারাই কুরবানী করার কথা বলে এবং নিজেরাই তাদেরকে উপস্থাপন করেছে অপরদিকে তারাই আবার জাগতিকতার দিকে তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে। একইভাবে কতক ওয়াক্‌ফে নও সন্তান রয়েছে যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার পর বলে, জামা'তের সেবা করা খুবই কঠিন। আমরা অল্প পয়সায় চলতে পারি না। আমাদেরকে জাগতিক চাকরি-বাকরি করতে অনুমতি দিন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দেয়ার এবং কুরবানীর অঙ্গীকার যখন করেছেন, পাশাপাশি জন্মের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতাকে সন্তানদের পেশ করার সামর্থও দিয়েছেন তারপরও এই ধরণের ওজর-আপত্তি প্রদর্শনের কোন অর্থ হয় না। তাই এই অঙ্গীকার পালন করা অত্যন্ত জরুরী। অল্প ভাতা যদি হয়েও থাকে তবে তার মাঝেই আল্লাহ্ তা'লা বরকত প্রদান করবেন। অতএব যুবক ওয়াক্‌ফে নও সন্তানেরা নিজেদের মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী হওয়ার জন্য উপস্থাপন করুন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা শিক্ষক হয়ে জামা'তের জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করুন। কুরবানী করুন এবং কুরবানীর মান বৃদ্ধি করুন। কেবল গল্প-কাহিনী শুনে খুশি হয়ে যাবেন না। কেবল সাময়িক এসব ঘটনা শুনে এবং পুরনো ঘটনা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে আনন্দিত হবেন না, বরং এটি এজন্য যে, আমাদেরকে নিজেদের উপমা স্থাপন করতে হবে। জাগতিক রাজত্বের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, জাগতিক সরকার ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের কোন স্বার্থ নেই, সরকারি ব্যবস্থাপনার সহায়-সম্পত্তির সাথেও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং জাগতিক ক্ষমতার কোন লোভও আমাদের নেই আর থাকাও উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি কোন স্বার্থ আমাদের থেকে থাকে বা থাকা উচিত তা হল, কীভাবে আমরা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় সাধন করতে পারব? কীভাবে আমরা সারাবিশ্বকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হব? কীভাবে আমরা এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো? কীভাবে আমরা পথভ্রষ্ট মানুষদের খোদার প্রতি আকৃষ্ট করাতে পারি? কীভাবে আমরা মানুষকে একে অপরের অধিকার আদায়কারী বানাতে পারি? অতএব আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার এটিই মূল উদ্দেশ্য। এটাই আহ্‌মদীদের উদ্দেশ্য আর বিশেষকরে ওয়াক্‌ফে নওদের তো এটাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর এজন্যই তারা ওয়াক্‌ফ্। জামেয়াতে আসার জন্য নিজেদের ওয়াক্‌ফ করুন এবং বেশি সংখ্যক মুরুব্বী কিংবা মুবাল্লিগ হোন যাতে ইসলামের এই বাণী সারা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতএব আমি যেসব কথা বর্ণনা করেছি সেগুলোই হল আহ্‌মদীয়া জামা'তের মূল উদ্দেশ্য। আর এজন্য আমাদের কুরবানী দিতে হবে যার ঘোষণা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারংবার দিয়েছেন। এ কথাগুলোর মূল দাবি হল, কুরবানী। আমি যেভাবে বলেছি, কুরবানীর ঘটনা পড়লেই বিপ্লব সাধিত হয় না। এজন্য প্রত্যেক আহ্‌মদী মহিলাকে হাজেরা হতে হবে এবং প্রত্যেক আহ্‌মদী যুবককে ইসমাঈল হতে হবে। আর প্রত্যেক দেশ, জাতি, বংশ থেকে প্রত্যেক আহ্‌মদীকে এই মান উপস্থাপন করতে হবে। কেবল তখনই আমরা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারব। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যখন এভাবে সম্মিলিত কুরবানী উপস্থাপিত হবে তখনই আমরা সেই ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হব অর্থাৎ তওহীদ প্রতিষ্ঠা, যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কুরবানী দিয়েছিলেন। আর খোদা তা'লার প্রথম ঘর তাঁর একত্ববাদের নিদর্শনস্বরূপ জাগরূক ছিল। আর তখনই আমরা এযুগের ইবরাহীম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সত্য ইমাম মাহদীর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হবো অর্থাৎ এক ধর্মে সকলকে সমবেত করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে সত্যিকার কুরবানীর উপকরণ সৃষ্টি করুন। আমরা

যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দানকারী হই। প্রত্যেক কুরবানীর ঈদ যেন আমাদেরকে ইসলামের উন্নতির নতুন দিগন্ত প্রদর্শনকারী হয়। আমরা যেন এমন গ্রহণীয় কুরবানী করতে সমর্থ হই যার কল্যাণ ও আশীষ একাধারে ইহকাল ও পরকালে লাভ করতে থাকি।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আপনারা সেই বন্দীদের স্মরণ রাখবেন যারা কেবল আহ্‌মদীয়াতের কারণে কারাবরণ করছেন। ধর্মের খাতিরে দুর্বিষহ পরিবেশে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। বিশেষকরে পাকিস্তানে আর তারা আনন্দের সাথে তা সহ্য করছেন। একজন মহিলাও এমন পরিস্থিতিতে বন্দীদশা ভোগ করছেন। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তার ওপর ভয়াবহ ধারা জারি করা হয়েছে। আর এসব কেবল এজন্যই যে, তিনি যুগের ইমামকে মেনেছে। শহীদদের পরিবারদেরও দোয়াতে স্মরণ রাখুন। ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী যারা মুরব্বী, মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম রয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন তারা সবাই নিজেদের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনকারী হন এবং প্রকৃত কুরবানীর মাধ্যমে পালনকারী হন। বিভিন্ন দেশে এমনকি আফ্রিকাতেও অনেক মুয়াল্লিম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দান করুন কেননা তারা অল্পবিস্তর তরবিয়ত লাভ করেও অর্থাৎ মুয়াল্লিম ক্লাসে কমবেশি যা-ই জ্ঞান অর্জন করেছেন তা থেকে অনেক বড় বড় কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাজে, নিষ্ঠায়, বিশ্বস্ততায়, জ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতায় বরকত দান করুন। তাদেরকে স্বীয় হিফাযতে রাখুন। আর আমি যেভাবে বলেছি, নিষ্ঠার সাথে নিজের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনকারী হোন। সমস্যায় জর্জরিত মানুষদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যা দূরীভূত করেন, দুঃশ্চিন্তা দূর করেন। স্বার্থান্বেষী আলেমদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যও দোয়া করুন। তারা তাদের অনিষ্টের জাল বিছিয়ে রেখেছেন বিশেষকরে পাকিস্তানে, এমনিভাবে আফ্রিকার কতক দেশেও। প্রত্যেক ক্ষমতাবান অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে নিষ্পাপ মানুষদের বাঁচার জন্য দোয়া করুন। এই ঈদে পাকিস্তানে বিশেষভাবে এই হট্টগোল পাকানো হচ্ছে যে, যা মূলত সবসময়ই হয় বরং এবার একটু বেশি হচ্ছে আর তা হল, আহ্‌মদীরা ঈদে কুরবানী করলে তাদের নামে মুকাদ্দমা দায়ের করা হবে, তাদেরকে বন্দী করা হবে। তাই এ ধরণের দুষ্ট লোকের দুষ্টামী থেকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহ্‌মদীকে সুরক্ষিত রাখুন। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণকারী হই আর এজন্যও আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আর এ দোয়াও আমাদের অনেক বেশি করা উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হয় তথা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা যেন সমগ্র পৃথিবীতে উড্ডীন হয় আর সারা বিশ্বে তওহীদ প্রতিষ্ঠা হয়। বিরোধিতার কথা যদি বলতেই হয় তাহলে কেবল পাকিস্তানই নয় বরং আফ্রিকাতেও কতক স্থানে বাইরে থেকে মানুষ গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং সেখানে বিরোধিতা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ়। কোন বিরোধিতার পরোয়া করছেন না। সেখানে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা স্বীয় ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে কতক স্থানে আমাদের মসজিদ দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আফ্রিকাতেও হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেসব স্থানেও যেখানে জামা'তের মসজিদ অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সর্বোপরি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের ভাগীদার হতে পারি। আজকেও জুমুআর খুতবা সঠিক সময়েই হবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমরা দোয়া করব কিন্তু দোয়ার পূর্বে আপনাদের সবাইকে, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল আহ্‌মদীকে এবং আপনাদেরকেও ঈদ মোবারক। আসুন দোয়া করি। সানী খুতবার পরে দোয়া হবে।

(পাক্ষিক আহ্‌মদী ডেস্ক অনূদিত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ